মুজিবনগরের বাগোয়ান ইউনিয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ৩ নম্বর বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় ক্লাব ও ওয়ার্ড পর্যায়ে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের অর্থায়নে যুবসমাজকে খেলাধুলায় উৎসাহিত করা এবং স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবের তরুণদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

বৃহস্পতিবার সকালে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান (প্যানেল চেয়ারম্যান) সোহরাব হোসেন।

এ সময় পরিষদের ওয়ার্ড সদস্যরা, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি, স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধি এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব ও ওয়ার্ড পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্তদের হাতে ফুটবল, ক্রিকেট ব্যাটসহ বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, “তরুণ সমাজকে মাদক, আসক্তি ও অসামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই। এ ধরনের উদ্যোগ গ্রামীণ এলাকায় খেলাধুলার চর্চা বাড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।”

উপস্থিত শিক্ষক ও ক্লাব প্রতিনিধিরা ইউনিয়ন পরিষদের এ জনকল্যাণমূলক ও তরুণবান্ধব উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের সহায়তা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

[redacted]

[redacted]

খাদ্যসামগ্রী কেনাকাটায়ও মিলেছে বিস্ময়কর অসঙ্গতি। হাসপাতালের হিসাব অনুযায়ী ৫৫ গ্রাম ওজনের একটি পাউরুটির দাম ধরা হয়েছে ১৪ টাকা। বাজারে ৫ টাকা দামের কলা এবং ৭ থেকে ৯ টাকা দামের ডিমের মূল্য দেখানো হয়েছে ১৫ টাকা। আবার ৭৪ টাকা কেজি দরের উন্নতমানের চালের পরিবর্তে ৪০ থেকে ৪৫ টাকা কেজি মূল্যের চাল সরবরাহ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, উন্নতমানের চালের নামে কম দামের চাল বস্তা পরিবর্তন করে হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া রান্নায় বোতলজাত সয়াবিন তেল ও মানসম্মত মসলা ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও বাস্তবে নিম্নমানের খোলা পাম অয়েল ও নিম্নমানের মসলা ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে খাবারের মান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি রোগীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

মুজিবনগর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান বলেন, সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী রোগীদের খাবারের মান ও পরিমাণ নিশ্চিত করতে নিয়মিত তদারকির কথা। তবে রোগীর চাপের কারণে সব সময় মনিটরিং করা সম্ভব হয় না।

হাসপাতালের নথিতে উল্লেখিত ঠিকাদার মো. সাফায়েতের সঙ্গে একাধিকবার মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়। এছাড়া হাসপাতালের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী তার ঠিকানা জানাতে রাজি হননি।

মুজিবনগরে জুলাই শহীদ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে যথাযোগ্য ভাবগাম্ভীর্য ও মর্যাদার মধ্য দিয়ে আজ বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) ‘জুলাই শহীদ দিবস ২০২৬’ উপলক্ষে এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহি অফিসার আবু শাহমা এর সভাপতিত্বে আলোচনা

সভায় উপস্থিত ছিলেন,মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ উত্তম কুমার দাস, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর উপজেলা জামাতের আমির খানজাহান আলী,মেহেরপুর জেলা এন সি পি এর যুগ্ন সমন্বয়ক আরিফ খান,মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, মুজিবনগর উপজেলায় এন সি পি এর সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান সহ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে জুলাই বিপ্লবের বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁদের ত্যাগের মহিমাকে স্মরণ করেন।

শহীদ দিবসের আলোচনা সভায় বক্তারা ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের পটভূমি, ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ এবং একটি নতুন, বৈষম্যহীন ও স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে এই দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

সভায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ স্ব-স্ব বিষয়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত), আবু শাহমা সভাপতির বক্তব্যে বলেন, “মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন সর্বদা সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। আজকের এই মহান দিবসে আমরা জুলাই বিপ্লবের সকল বীর শহীদ ও আহতদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এবং একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করতে আমরা বদ্ধপরিকর। মুজিবনগরকে একটি মডেল উপজেলা হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ উত্তম কুমার দাস, আইন-শৃঙ্খলার বিষয়ে আলোকপাত করে তিনি বলেন, “পুলিশ এখন থেকে জনগণের প্রকৃত বন্ধু ও সেবক হিসেবে কাজ করবে। অতীতের সকল গ্লানি মুছে ফেলে আমরা একটি সুন্দর, অপরাধমুক্ত ও নিরাপদ মুজিবনগর উপজেলা উপহার দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জুলাইয়ের চেতনাকে ধারণ করে আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কোনো অপরাধী বা অন্যায়কারীকে ছাড় দেওয়া হবে না।”

মেহেরপুর জেলা বিএনপি,র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, আব্দুর রশিদ তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, “বহু ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে আমরা দীর্ঘদিনের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়েছি।

এই অর্জিত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের

সকলের। শহীদদের স্মৃতিকে চিরজাগরূক রাখতে হবে। এখন আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত একটি গণতান্ত্রিক, জবাবদিহিতামূলক ও টেকসই শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেন ভবিষ্যতে আর কোনো স্বৈরাচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে।”

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি,মুজিবনগর উপজেলা আমীর মাও: খানজাহান আলী বলেন, “জুলাইয়ের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান ছিল মজলুমের ওপর জালেমের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর এক পরম ফয়সালা। আমাদের তরুণ প্রজন্ম বুক পেতে গুলি গ্রহণ করে দেশে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার যে পথ তৈরি করে দিয়ে গেছে, তা ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এখন সময় এসেছে একটি সুন্দর, কলুষমুক্ত ও দুর্নীতিহীন সমাজ গঠন করার, যেখানে প্রতিটি নাগরিক তাঁর মৌলিক অধিকার ফিরে পাবেন।”

মেহেরপুর জেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী,, আরিফ খান তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, “আজকের এই ১৬ জুলাই আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতম স্মরণীয় দিন। জুলাই বিপ্লবে আমাদের যেসকল তরুণ ছাত্র-জনতা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে স্বৈরাচারের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করেছেন, তাঁদের ঋণ কোনোদিন শোধ করা যাবে না। শহীদদের স্বপ্নের বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলাই হবে তাঁদের প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি। আসুন, নতুন বাংলাদেশ গড়ার এই লড়াইয়ে আমরা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করি।”

জুলাই শহিদ দিবস ২০২৬ উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামান, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন,মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজের সহকারী অধ্যাপক সাজ্জাদ হোসেন,বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খান, এন সি পি এর মুজিবনগর উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান,গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক জহুরুল ইসলাম, রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনুর রহমান মুজিবনগর উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি মোও: তৌহিদ হোসেন।

আলোচনা সভার শেষাংশে জুলাই বিপ্লবের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে বিশেষ মোনাজাত ও দোয়া পরিচালনা করা হয়। সভায় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং সর্বস্তরের সাধারণ জনতা উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা-মুজিবনগর সড়কে বাসের চাপায় শিশুর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা-মুজিবনগর সড়কে বাসের চাপায় সিয়াম (৪) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। সোমবার দুপুর ১টার দিকে ধান্যঘড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সিয়াম উপজেলার কুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘড়া গ্রামের পলাশের ছেলে এবং স্থানীয় মা কিন্ডারগার্টেন স্কুলের নার্সারি শ্রেণির শিক্ষার্থী।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) মোখলেছুর রহমান জানান, সোমবার দুপুরে শিশু সিয়াম তার দাদীর সঙ্গে মা কিন্ডারগার্টেন স্কুল থেকে অটোগাড়িতে করে বাড়ি ফিরছিল।

ধান্যঘড়া রাইস মিল এলাকায় পৌঁছালে সে অটোগাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়ায়। এ সময় দ্রুতগামী রেখা পরিবহনের একটি বাস তাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে রাস্তায় পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার পর পুলিশ রেখা পরিবহনের বাসটি আটক করে থানা হেফাজতে নিয়েছে। সিয়ামের মরদেহ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

মুজিবনগরে পা পিছলে ধারালো

বটির ওপর পড়ে স্কুলছাত্রীর মৃত্যু

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় নিজ বাড়িতে পা পিছলে ধারালো বটির ওপর পড়ে নুসরাত (৯) নামে এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার মহাজনপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত নুসরাত মহাজনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। সে মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ইমাম হোসেন ইমনের ছোট বোন।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সকালে বাড়িতে চলাফেরার সময় অসাবধানতাবশত পা পিছলে ধারালো বটির ওপর পড়ে গুরুতর আহত হয় নুসরাত। এতে তার শরীর থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ শুরু হলে পরিবারের সদস্যরা তাকে দ্রুত কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ মর্মান্তিক ঘটনায় পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মুজিবনগরে এইচবিবি রাস্তা ও কালভার্ট নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নে এইচবিবি রাস্তা ও কালভার্ট নির্মাণকাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য সিরাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগও করেছেন স্থানীয়রা।

জানা গেছে, ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের ২০২৫–২৬ অর্থবছরে মোনাখালী ইউনিয়নের কেদারগঞ্জ বাজার টেকনিক্যাল স্কুল সংলগ্ন পশ্চিমমুখী রামনগর–গোপালনগর ছোট নাগার মাঠের রাস্তার উন্নয়নের

জন্য ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয় মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রকল্পে যেখানে একটি কালভার্ট নির্মাণের কথা ছিল, সেখানে পূর্ণাঙ্গ কালভার্ট নির্মাণ না করে নামমাত্র কয়েকটি আরসিসি পাইপ বসানো হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের তথ্যফলকে উল্লেখিত কাজের তুলনায় বাস্তবে খুব সামান্য অংশই সম্পন্ন হয়েছে বলে দাবি তাদের।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে মোনাখালী ইউনিয়নের প্রশাসক ও মুজিবনগর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা কাউসার আলী আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

তবে অভিযুক্ত ইউপি সদস্য সিরাজুল ইসলাম অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, “প্রকল্পে যেভাবে উল্লেখ রয়েছে, সেভাবেই কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।”

মুজিবনগরে জলাবদ্ধতায় অর্ধশত পরিবার পানিবন্দী, স্থায়ী সমাধানের দাবি

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তরপাড়ায় দীর্ঘদিন ধরে জলাবদ্ধতার কারণে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। হামিদ মালিথার বাড়ির কাছ থেকে প্রধান সড়ক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা পানিতে তলিয়ে থাকায় প্রায় অর্ধশত পরিবার কার্যত পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা জানান, হেরিংবোন (HBB) সড়ক নির্মাণের সময় দুই পাশ দিয়ে পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না রাখায় জলাবদ্ধতা আরও প্রকট হয়েছে। তাদের অভিযোগ, কয়েকজনের অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের কারণে পুরো এলাকাবাসী ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

এ অবস্থায় দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্থায়ী

সমাধানের লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন এলাকাবাসী।

এ বিষয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য হাবিবুর রহমান বলেন, “এলাকার অবস্থা সত্যিই বেহাল। তবে স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রধান সড়কের পশ্চিম পাশের ড্রেনটি যে নদীতে গিয়ে মিশেছে, সেই ড্রেনের সঙ্গে কার্যকর সংযোগ স্থাপন করতে হবে। সেটি না হলে জলাবদ্ধতার সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে না।”

মুজিবনগরে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা

“উন্নত পল্লী সমৃদ্ধ দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগরে উৎসবমুখর পরিবেশে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস ২০২৬ উদযাপিত হয়েছে।

সোমবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), মুজিবনগর-এর যৌথ আয়োজনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বর্ণাঢ্য র্যালি, উপজেলা পরিষদ চরে বৃক্ষরোপণ এবং পরবর্তীতে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সকালে উপজেলা চত্বরেজাতীয় সংগীতের তালে তালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়। পরে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এসে শেষ হয়ে উপজেলা পরিষদ চত্বরে একটি ফলজ বৃক্ষ রোপন করা হয়। এরপর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় উপজেলা বিআরডিপি কর্মকর্তা আলীর সভাপতি কে প্রধান

অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও)সাইফুল হুদা ।এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, “বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে পল্লী অঞ্চলের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ওপর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গ্রামীণ অর্থনীতির চিত্র বদলে গেছে।

বিআরডিবি-এর বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ নারী ও পুরুষদের স্বাবলম্বী করে তোলা হচ্ছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত ‘সমৃদ্ধ বাংলাদেশ’ গড়তে হলে আমাদের গ্রামীণ জনপদের প্রতিটি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হবে এবং উপজেলা প্রশাসন এ লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।”

সভায় বিশেষ অতিথি বক্তব্যে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)উত্তম কুমার দাস আইন-শৃঙ্খলা ও সামাজিক সুরক্ষার ওপর জোর দিয়ে বলেন, “একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও পল্লী উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো টেকসই শান্তি ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ। গ্রামীণ জনপদে অপরাধ, মাদক এবং সামাজিক অবক্ষয় রোধে পুলিশ প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে। পল্লী অঞ্চলের মানুষ যাতে নির্ভয়ে তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন, তার জন্য পুলিশি নিরাপত্তা ও সেবা সব সময় বজায় থাকবে। আমরা বিআরডিবি-এর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিটি ধাপে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পাশে আছি।”

অনুষ্ঠানে বিআরডিবি-এর স্থানীয় কর্মকর্তা, বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা প্রত্যেকেই পল্লী অঞ্চলের সুষম উন্নয়নে সমবায় এবং সমন্বিত উদ্যোগের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

[redacted]

[redacted]

লক্ষ্যেই আমাদের এই বিশেষ প্রণোদনা কর্মসূচি।

অনেক সময় কৃষকেরা সঠিক সময়ে মানসম্মত বীজের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। আমরা মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের উন্নত জাতের বীজ ও প্রয়োজনীয় সার পৌঁছে দিচ্ছি। আমাদের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ মাঠে থেকে কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ও রোগবালাই দমনে সব ধরনের কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবেন। সঠিক নিয়মে চাষাবাদ করলে এবার মুজিবনগরে আমন ও পেঁয়াজের বাম্পার ফলন হবে বলে আমরা আশাবাদী।

এছাড়াও মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্স ওমর ফারুক প্রিন্স সহজ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং সুবিধাভোগী প্রান্তিক কৃষকেরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত তালিকাভুক্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে উন্নত জাতের রোপা আমন ধানের বীজ, শীতকালীন পেঁয়াজ বীজ (কন্দ) এবং প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়।

মুজিবনগরে আনসার বাহিনীর দ্বৈত আয়োজন: সঞ্জীবন প্লাটুন গঠন ও বীরদের সম্মাননা

মেহেরপুর জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উদ্যোগে আজ এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবগঠিত সঞ্জীবন প্লাটুন গঠনের রূপরেখা এবং ঐতিহাসিক গার্ড অব অনার প্রদানকারী সদস্যদের সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার সময় মুজিবনগর উপজেলা অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানমালার প্রথম পর্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে গার্ড অব অনার প্রদানকারী জীবিত দুইজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিমুদ্দিন শেখ ও সিরাজুল ইসলামকে সম্মাননা জানানো হয়।

দ্বিতীয় পর্বে “সঞ্জীবন প্লাটুন গঠন, প্রকল্প নির্বাচন ও

সদস্য/সদস্যাদের করণীয়” শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

দুটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিএম, পিভিএমএস, খুলনা রেঞ্জ কমান্ডার আব্দুস সামাদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অনুষ্ঠানের সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা কমান্ড্যান্ট আল-আমিন উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আনসার বাহিনীর যে বীর সদস্যরা সাহসিকতার সঙ্গে গার্ড অব অনার প্রদান করেছিলেন, তাঁদের বীরত্বগাথা স্মরণ করে তাঁদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে জেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ের সঞ্জীবন প্লাটুনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এই বিশেষ টিম গ্রামীণ উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে কীভাবে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কাজ করবে, তার একটি দিকনির্দেশনামূলক রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা জেসমিন সুলতানার উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গার ডিঙ্গেদহ ৯ আনসার ব্যাটালিয়নের পিভিএমএস সাজ্জাদ মাহমুদ।

আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যের দুটি মূল বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ঐতিহাসিক গার্ড অব অনার প্রদানকারী সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঐতিহাসিক মুহূর্তটি স্মরণ করে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তিনি বলেন, “আজ আমরা এখানে দাঁড়িয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের স্মরণ করছি, যাঁরা একাত্তরের সেই উত্তাল দিনে আমাদের প্রথম সরকারকে গার্ড অব অনার প্রদান করেছিলেন।

তাঁদের সেই সাহসিকতা ছিল আমাদের স্বাধীনতার প্রাথমিক ভিত্তি। আনসার বাহিনীর জন্য এর চেয়ে বড় গৌরবের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। এই সম্মাননা প্রতীকী মাত্র; প্রকৃত সম্মাননা হলো তাঁদের আদর্শকে বুকে ধারণ করে দেশের জন্য কাজ করা। বর্তমান প্রজন্মের

আনসার সদস্যদের এই গৌরবময় ইতিহাস থেকে অনুপ্রাণিত হতে হবে এবং সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করতে হবে।”

সঞ্জীবন প্লাটুন গঠন সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘সঞ্জীবন প্লাটুন’ গঠনের লক্ষ্য হচ্ছে বর্তমান বাস্তবতায় জনসংখ্যার চাপ, সীমিত কর্মসংস্থান, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মতো বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এ বিপুল মানবসম্পদকে সুসংগঠিত, দক্ষ ও আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলা একটি কৌশলগত অগ্রাধিকার। একই সঙ্গে বাহিনীর অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা, স্থানীয় পর্যায়ে গভীর সম্পৃক্ততা এবং দ্রুত সংগঠিত হওয়ার সক্ষমতা দেশের জন্য এক অনন্য সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

যথাযথ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ শক্তিকে কাজে লাগানো গেলে এটি একটি কার্যকর ও টেকসই কমিউনিটি-ভিত্তিক উন্নয়ন মডেলে রূপান্তরিত হতে পারে। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রায় ৬০ লক্ষাধিক স্বেচ্ছাসেবী সদস্য দেশের সর্ববৃহৎ সংগঠিত জনশক্তির প্রতিনিধিত্ব করে।

এ বাহিনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেবল নিরাপত্তা সহায়তা প্রদানেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তৃণমূল পর্যায়ে সামাজিক স্থিতিশীলতা, শৃঙ্খলা এবং সামগ্রিক উন্নয়নের সহযোদ্ধা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাহিনীর দায়িত্ব ও কার্যপরিধি এখন ঐতিহ্যগত নিরাপত্তা সহায়তার গণ্ডি অতিক্রম করে দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক সহনশীলতা বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গার ডিঙ্গেদহ ৯ আনসার ব্যাটালিয়নের পিভিএমএস সাজ্জাদ মাহমুদ বলেন, “আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এমন একটি বাহিনী, যার নামের মধ্যেই প্রাণের সঞ্চার করার শক্তি লুকিয়ে আছে।” আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনাদের মূল দায়িত্ব হবে গ্রামীণ সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় পুলিশকে সহায়তা করা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও মাদক প্রতিরোধের মতো সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা এবং সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা।

মনে রাখবেন, আপনাদের আচরণ এবং কাজের মাধ্যমেই আনসার বাহিনীর সুনাম ছড়িয়ে পড়বে। প্রতিটি পদক্ষেপে নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে উন্নয়ন ব্যাংক, গাংনী, মেহেরপুর; উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা (সদর ও গাংনী), আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, আনসার ও ভিডিপির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ, ইউনিয়ন দলনেতা, দলনেত্রী, আনসার কমান্ডার এবং সদস্য-সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন।